আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস

২৬ জানুয়ারি ২০২২; ১২ মাঘ ১৪২৮

International Customs Day

26 January 2022

Bangladesh Customs
বাংলাদেশ কাস্টমস

National Board of Revenue
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

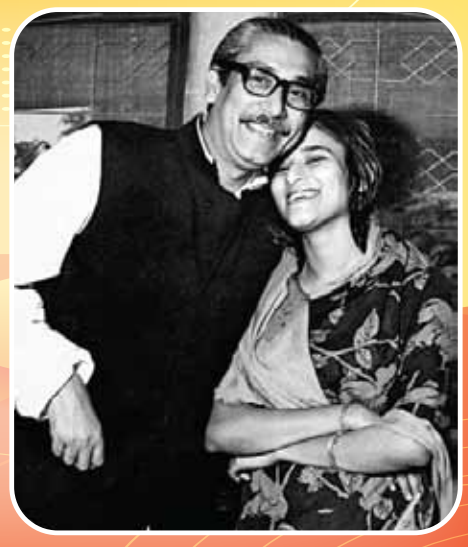

বিশেষ ক্রোড়পত্র | প্রকাশনায় : বাংলাদেশ কাস্টমস | সহযোগিতায়: তথ্য অধিদফতর (পিআইডি) এবং চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ কাস্টমস এর সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা এবং শুল্ক-কর প্রদানকারী সকল অংশীজনদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে কাস্টমস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বাংলাদেশ কাস্টমস অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। আমদানি রপ্তানি কার্যক্রমকে সহজ, স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ কাস্টমস এর কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি বেসরকারি সংস্থা এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন খুবই জরুরি। এক্ষেত্রে প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য "Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem" সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

নিরাপদ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিশ্চিত এবং বাণিজ্যবান্ধব পরিবেশ তৈরি করা শুল্ক বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব। এজন্য কাস্টমস প্রশাসনের অবকাঠামোসহ সার্বিক প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নয়নের বিকল্প নেই। এ বিবেচনায় বর্তমান সরকার কাস্টমস বিভাগের আধুনিকায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেছে। কাস্টমস ব্যবস্থাপনার অটোমেশন, করদাতাদের দ্রুত সেবা প্রদান, আমদানি-রপ্তানি সরলীকরণ, কন্টেইনার/কার্গো স্ক্যানিং, বাণিজ্য ও ট্যারিফ উদারীকরণসহ ন্যাশনাল সিঙ্গেল উইন্ডো (এনএসডব্লিউ), ডাটা এনালাইসিস এবং আধুনিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চোরাচালান এবং জাল জালিয়াতি প্রতিরোধে বাংলাদেশ কাস্টমস বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক আধুনিক কাস্টমস ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং তেমনি আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে অসাধু তৎপরতাও হ্রাস পাবে বলে আমি মনে করি। আমি আশা করি, বাংলাদেশ কাস্টমস দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রসারকল্পে ডিজিটাল পদ্ধতিসহ আন্তর্জাতিক রীতিনীতি দ্রুত বাস্তবায়নপূর্বক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করতে আরও তৎপর হবে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বাররক্ষী হিসেবে নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে গতিসঞ্চার করতে সক্ষম হবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২৬ জানুয়ারি আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও World Customs Organization (WCO) এর সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে বাংলাদেশও 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' পালন করছে।

বিনিয়োগ ও বাণিজ্য গতি সঞ্চারের জন্য নিরাপদ, তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর, ডিজিটাল কাস্টমস পদ্ধতি প্রবর্তন এখন সময়ের দাবি এবং বাংলাদেশ কাস্টমসও সকল প্রকার আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আসছে। WCO এবারের কাস্টমস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে 'Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem', যা অত্যন্ত সময়োপযোগী বলে আমি মনে করি।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজীবনের স্বপ্ন ছিল একটি দারিদ্র্যমুক্ত ও শোষণমুক্ত সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা। জাতির পিতার সেই অর্থনৈতিক দর্শন অনুসরণ করে তারই রক্তের উত্তরাধিকার বর্তমান প্রজন্মের কিংবদন্তি ও আধুনিক বাংলাদেশের রূপকার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও হিরন্ময়ী নেতৃত্বে কোভিড পূর্ব গত এক দশক গড়ে ৭.৪% অভূতপূর্ব অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এমনকি অপ্রত্যাশিত অভিঘাত কোভিড-১৯ মহামারি কালে গত বছর যেখানে বৈশ্বিক অর্থনীতি ৩% সংকুচিত হয়েছে, এমন ক্রান্তিকালেও বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জরিপ অনুযায়ী বাংলাদেশ শীর্ষ পাঁচটি সহনশীল অর্থনীতির মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে SDG অর্জনের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত দেশ এবং ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হবে। যুক্তরাজ্যের Center for Economics and Business Research-এর অতি সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখানো হয়েছে, ২০৩৬ সালেই আমরা বিশ্বের ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবো।

দেশের অর্থনীতিতে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে সরকারের রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশকে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্ব দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে বলে মনে করি। একইসাথে কাস্টমস দেশের অর্থনীতির ভিত সুদৃঢ় ও শক্তিশালী করে সমৃদ্ধ রাজস্ব ভান্ডার গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে প্রত্যাশা ব্যক্ত করছি।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' এর সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

আ হ ম মুস্তফা কামাল, এফসিএ, এমপি

সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় বিশ্বের ১৮৩টি দেশের কাস্টমস পরিবারের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে বাংলাদেশ কাস্টমস ২৬ জানুয়ারি ২০২২ তারিখে 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' পালন করছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস এর কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তথা আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাস্টমস ফ্রন্টলাইনার হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। রাজস্ব আহরণের পাশপাশি বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণ, দেশীয় শিল্প সুরক্ষা, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ কাস্টমসের অবদান অপরিসীম। করোনা বিপর্যয় পরবর্তী বিশ্ব বাণিজ্যকে অধিকতর গতিশীল করতে কাস্টমসের সুবিশাল Data Ecosystems কাজে লাগিয়ে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার আওতায় দ্রুত পণ্য খালাস, Global Supply Chain সুসংহতকরণ, স্টেকহোল্ডারগণের মধ্যে কার্যকর সমঝোতা বৃদ্ধি, সময়োপযোগী প্রযুক্তি নির্ভর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলাদেশ কাস্টমস দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বাণিজ্যিক পরিবেশে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রেক্ষাপটে এ বছরের আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের মূল প্রতিপাদ্য 'Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী কর্মপরিকল্পনা ও গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করে চলেছে। বাণিজ্য সহজীকরণ এবং নিরাপদ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কাস্টমস আমদানি-রপ্তানি পণ্যের দ্রুত শুল্কায়ন ও খালাসের জন্য আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটালাইজেশনের নানা উদ্যোগ হাতে নিয়েছে এবং এগুলোর বেশ কয়েকটি বাস্তবায়নও হয়েছে। এসব উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে Asycuda World System, Non-Intrusive Inspection (NII), Radioactivity Detection, বিশ্বস্ত করদাতাদের দ্রুত সেবা প্রদান, বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাণিজ্য ও ট্যারিফ উদারীকরণ, Post Clearance Audit, Advance Ruling এবং Advanced Passenger Information (API)। এই সব ডিজিটাল উৎস হতে প্রাপ্ত ডাটা বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চোরাচালান এবং জাল জালিয়াতি প্রতিরোধসহ একটি টেকসই অর্থনীতি বিনির্মাণে কাস্টমস একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমি আশা করি নিরাপদ বাণিজ্য পরিবেশ নিশ্চিতকরণসহ বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরো ত্বরান্বিত হবে।

আমি 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম

মূল প্রবন্ধ

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহজীকরণ ও প্রতিপালন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের রক্ষণ এবং বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষায় কাস্টমসের অনবদ্য ভূমিকাকে সম্মান জানিয়ে অন্যান্য বছরের ন্যায় এবারও ২৬ জানুয়ারি পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস। তথ্য শাসন (Data Governance) সংক্রান্ত বৈশ্বিক প্রবণতা সত্ত্বেও কাস্টমস প্রশাসন অধিকতর উন্মুক্ত নীতি নির্ধারণে বিভিন্ন কারিগরি, নৈতিক এবং আইনি বাঁধার সম্মুখীন হয়ে থাকে। এ সকল বাঁধা উত্তরণে কাস্টমসের পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল রূপান্তর অত্যাবশ্যক। বিশ্বাস ও আস্থার উপর ভিত্তি করে একটি সুসংহত কাস্টমস তথ্য ইকোসিস্টেম গড়ে তোলা মানব সম্পদের অপ্রতুলতাকে পূরণ করার জন্য একটি সত্যিকার তথ্য সংস্কৃতি গ্রহণ করা এবং বিশ্বব্যাপী কাস্টমস প্রশাসনের মধ্যে একটি সহযোগিতার সংস্কৃতি লালন করার মাধ্যমে কাস্টমস প্রশাসনের ডিজিটাল রূপান্তর সম্ভব। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে কাস্টমস অটোমেশনে কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উন্নত সেবা, জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতকল্পে আধুনিক Data Ecosystem প্রর্বতন এবং তথ্য সংস্কৃতি বিকাশের মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা কাস্টমস পরিবেশকে যেমন গতিশীল ও ন্যায়ানুগ করেছে অন্যদিকে তা রাজস্ব আহরণের অগ্রগতিতে সহায়ক হয়েছে।

বিশ্ব কাস্টমস সংস্থা (WCO) এবং আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের পটভূমি ও বিকাশ :
General Agreement on Tariff and Trade (GATT) নীতিমালার আওতায় কাস্টমস ইউনিয়ন গঠনের লক্ষ্যে ১৯৪৭ সালে ১৩টি ইউরোপিয়ান দেশ কর্তৃক একটি স্টাডি গ্রুপ তৈরির সিদ্ধান্ত হয়। যার ধারাবাহিকতায় ১৯৫৩ সালের ২৬ জানুয়ারি ব্রাসেলসে সংস্থাটির প্রথম আন্তর্জাতিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থাটি ১৯৯৪ সালে World Customs Organization (WCO) নামে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম সভার দিন ২৬ জানুয়ারিকে স্মরণে রেখে ২০০৯ সাল হতে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস উদযাপিত হচ্ছে।

আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২২ এর প্রতিপাদ্য বিষয় :
সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ ও আর্ন্তজাতিক কাস্টমস কর্তৃপক্ষসমূহের মধ্যে আন্তঃ সহযোগিতার সুদৃঢ় ভিত্তি সৃষ্টির মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিশীলতা রক্ষা এবং বৈশ্বিক করোনা অতিমারির প্রভাব কাটিয়ে অর্থনীতি পুনর্গঠনে কাস্টমস ডিজিটাইজেশনের ভূমিকাকে প্রাধান্য দিয়ে World Customs Organization আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস-২০২২ এর প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করেছে "Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem" অর্থাৎ "তথ্য-সংস্কৃতি বিকাশ এবং তথ্য-ইকোসিস্টেম বিনির্মাণের মাধ্যমে ডিজিটাল কাস্টমসের সম্প্রসারণ"। প্রতিপাদ্যে তিনটি বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে: Digital Transformation (ডিজিটাল কাস্টমসের সম্প্রসারণ), Data Culture (তথ্য সংস্কৃতি) ও Data Ecosystem (তথ্য-ইকোসিস্টেম)। তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ সহজীকরণে Digital Platform আবশ্যক, যার উপর ভিত্তি করে Data Analysis ও প্রয়োগিক কার্যকরণ নিশ্চিত করা যায়। Data Ecosystem এর Data মূলতঃ সরকার এবং অংশীজনদের রাজস্ব নীতি প্রণয়ন, রাজস্ব ফাঁকি রোধে নিবারণী কার্যক্রম এবং স্বচ্ছ বাণিজ্যে সর্বোচ্চ সহযোগিতার মতো নীতি নির্ধারণী বিষয়ে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। ফলশ্রুতিতে তথ্য সংস্কৃতির বিকাশ নিশ্চিত করা যাবে, যেখানে তথ্য সর্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অন্যতম প্রধান নিয়ামক হবে। ডিজিটাইজেশনের স্বয়ংক্রিয় প্লাটফর্ম ব্যবহারে তথ্য-উপাত্তের নিশ্চয়তা এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে একটি শক্তিশালী Data Ecosystem নিশ্চিত করার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ণাঙ্গ তথ্য-উপাত্ত চর্চার আবহ কাস্টমস প্রশাসনে সৃজন করাই আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবসের এবারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। কাস্টমস ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল উত্তরণে নিম্নলিখিত বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা যেতে পারেঃ

ক) পারস্পরিক বিশ্বাসের ভিত্তিতে তথ্য জগত বিনির্মাণঃ সরকারি-বেসরকারি সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসহ অংশীজনদের বিভিন্ন প্লাটফর্মের তথ্য ব্যবহার ও বাণিজ্যিক ডাটাবেইজের তথ্য আহরণের মাধ্যমে উন্নত তথ্য জগত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তথ্য সংগ্রহে আন্তর্জাতিক ও দেশীয় ডিজিটাল নিরাপত্তা নীতি, তথ্যের গোপনীয়তা বা ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হয় কি না-সে সংক্রান্ত আইনি ভিত্তি বিবেচনায় নিয়ে উদ্ভাবনী উপায়ে উন্নত তথ্য জগত বিনির্মানে National Single Window প্রকল্প কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ) তথ্য-উপাত্ত চর্চার মাধ্যমে জনসম্পদ সৃষ্টিঃ তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে আধুনিক কাস্টমস পরিষেবা প্রদানে কর্মকর্তাদের আধুনিক ও উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জনসম্পদে পরিনত করতে হবে। এক্ষেত্রে কাস্টমস ট্রেনিং একাডেমি যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারে।

গ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে উন্নত তথ্যজগত বিনির্মাণঃ আর্ন্তজাতিক আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে দেশীয় তথ্যের স্বচ্ছতায় প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আর্থিক এবং গবেষণা সংস্থাকে ASYCUDA World এ সংরক্ষিত তথ্যের ব্যবহারের সুযোগ প্রদান শক্তিশালী রাজস্ব নীতি কাঠামো ও আধুনিকায়ন পরিকল্পনায় অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

Data Ecosystem এর মাধ্যমে আধুনিক ও স্বয়ংক্রিয় তথ্যভান্ডার সৃজন এবং এর ব্যবহারে সরকারি-বেসরকারি অংশীজনদের পারস্পরিক সহযোগিতা শক্তিশালী কর কাঠামো ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতে আরো সমৃন্নত করবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড Data Culture বিকাশে ইতোমধ্যে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে:

- ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো বাস্তবায়নে পৃথক কমিশনারেট সৃজনসহ Data Analysis এ প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ;
- কাস্টমস কর্মকর্তাদের Data Science বিষয়ক জ্ঞান বিকাশে একাডেমিক সিলেবাস যুগোপযোগী করার উদ্যোগ গ্রহণ;
- WCO হতে প্রদত্ত গাইডলাইন অনুযায়ী নীতি নির্ধারণে WCO Data Model ও Data Standards কে ভিত্তি করে রাজস্ব নীতি প্রণয়ন; এবং
- তথ্যের গোপনীয়তাসহ Data Access এর নিরাপত্তা নিশ্চিতে ASYCUDA World এ সিকিউরিটি মডিউল সম্প্রসারণ।

বাংলাদেশ কাস্টমসের ডিজিটাল ব্যবস্থার ধারাবাহিক অগ্রযাত্রা :
ETAC (Excise, Tax and Customs) প্রকল্পের মাধ্যমে কাস্টমস অটোমেশন কার্যক্রমের সুচনা হয় ১৯৯১ সালের ১ ডিসেম্বরে। ১৯৯৩ সালে UNCTAD কর্তৃক উদ্ভাবিত এসাইকুডা version ২.৬ চালুর মাধ্যমে অটোমেশন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। Automated Systems for Customs Data এর সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে এসাইকুডা, যা UNCTAD কর্তৃক উদ্ভাবিত একটি কম্পিউটারাইজড কাস্টমস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। কাস্টমস এডমিনিস্ট্রেশন মডার্নাইজেশন প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ কাস্টমস এর ডিজিটাইজেশনের দ্বিতীয় দফা কর্মসূচি ১ আগস্ট, ১৯৯৯ সালে শুরু হয় এবং জুলাই, ২০০৪ সালে সমাপ্ত হয়। পূর্ণাঙ্গ অটোমেশন ও অধিকতর ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন নিশ্চিতকল্পে বর্তমান সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণের প্রত্যয়ে গৃহিত আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় ২০১২ সালে ASYCUDA World System বাস্তবায়ন করা হয়। ASYCUDA World System কার্যক্রমের গতিশীলতা ও অধিক সংখ্যক মডিউল কার্যকরণের লক্ষ্যে ২০২০-২১ অর্থবছরে হার্ডওয়্যার/সফটওয়্যারসহ পুরো সিস্টেমকে Upgradation করা হয়, যা মুজিববর্ষে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অন্যতম সফলতার পরিমাপক।

ASYCUDA World System কার্যক্রমের মাধ্যমে Data Ecosystem প্রস্তুত এবং Data Culture বাস্তবায়ন :
এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড একটি web enabled system, যা ব্যবহার করে অন্যান্য সংস্থা এবং শুল্কায়নে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন। ASYCUDA World এ প্রিপেইড একাউন্ট বা ই-পেমেন্টের মাধ্যমে আমদানি ও রপ্তানি চালানের ক্ষেত্রে ব্যাংকে গমন ব্যতিরেকে শুল্ক পরিশোধের সুবিধা রয়েছে। এসাইকুডা ওয়ার্ল্ড এর সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের অটোমেটেড সিস্টেমের ইন্টারফেসিং সম্পন্ন হওয়ায় ই-এলসি ব্যবস্থাপনা মনিটরিং এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া, বাংলাদেশ নৌ-বাহিনীর সাথে ইন্টারফেসিং হওয়ায় ডেঞ্জারাস কার্গো মনিটরিং করা এবং বন্দর কর্তৃপক্ষসমূহ কর্তৃক এর ব্যবহার রাজস্ব আদায় নিশ্চিত, পণ্য জট হ্রাস ও পণ্যচালানের অবৈধ পাচার রোধ সহজতর হয়েছে।

আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে ডিজিটাল এবং ওয়ানস্টপ সেবা নিশ্চিতকরণে National Single Window (NSW) প্রকল্প বাস্তবায়ন :
আমদানি-রপ্তানি এবং ট্রানজিট/ট্রান্সশপমেন্টের সাথে যুক্ত ৩৯টি সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে একটি প্লাটফর্মে যুক্ত করার প্রয়াস নিয়ে NSW প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। NSW প্রকল্পের আওতায় আইন ও বিধি সহজীকরণ, কাজের দ্বৈততা পরিহার এবং প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে ডিজিটাল পদ্ধতিতে তথ্য সংরক্ষণ ও আদান-প্রদানের অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জন সম্ভবপর হবে। Single Window কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে চালু হলে আর্ন্তজাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত দলিলাদি একটি মাত্র অনলাইন প্লাটফর্মে দাখিল করা সম্ভব হবে। NSW বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে খরচ ৪০% এবং সময় ৮০% হ্রাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বদ্ধপরিকর।

স্থিতিশীল রাজস্ব কাঠামো বাস্তবায়নে কাস্টমস অনুবিভাগের আধুনিকায়ন কার্যক্রম :
টেকসই রাজস্ব ব্যবস্থা নিশ্চিতে কাস্টমস আধুনিকায়নের আওতায় ইন্টারএক্টিভ কাস্টমস ওয়েবসাইট চালু, তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, খালাসোত্তর নিরীক্ষার ব্যবস্থা, যথাযথ শুল্ক মূল্যায়ন ব্যবস্থাপনা, National Enquiry Point বাস্তবায়ন, মেধাস্বত্ত অধিকার সংরক্ষণ নীতি প্রণয়ন, অগ্রিম রুলিং পদ্ধতি প্রবর্তন, কন্টেইনার স্ক্যানার পদ্ধতি নিশ্চিতকরণ, Authorized Economic Operator প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, Bond Management Automation Project Expedited Shipment ইত্যাদি কার্যক্রমের বাস্তাবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

স্বল্প আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশ ও উন্নত দেশে উন্নিতের অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ কাস্টমস :
২০২৬ সালে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত হওয়ায় ৩১টি দেশে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান শূন্য অথবা স্বল্প শুল্ক হারে পণ্য রপ্তানি সুবিধা বন্ধ হয়ে যাবে। রপ্তানির অগ্রযাত্রাকে সচল ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য সম্ভাব্য বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, প্রাধিকার ভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি, রাজস্ব ঝুঁকি, দেশীয় উৎপাদনকারীদের সক্ষমতা যাচাই বা Comparative advantage ইত্যাদি বিষয়ে যে তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণা প্রয়োজন হবে তার মূল ভিত্তি হবে Customs Data Ecosystem.

উপসংহার
বাংলাদেশ কাস্টমস সরকারি সেবা প্রদানে আধুনিক ও ডিজিটাল ব্যবস্থার পথিকৃৎ। বৈশ্বিক করোনা অতিমারীর প্রভাবকে অতিক্রম ও সফল মোকাবিলায় কাস্টমস ডিজিটাল ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জনমুখী, ব্যবসা-বান্ধব ও স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামো প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কাস্টমস ডিজিটাল পদ্ধতি নূন্যতম সংখ্যক রাজস্ব কর্মকর্তা দিয়ে সর্বোচ্চ সেবায় আমদানি-রপ্তানি পণ্য চালান দ্রুত খালাসে নিয়মিত কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। স্থিতিশীল অর্থনৈতিক কাঠামোর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড তথা বাংলাদেশ কাস্টমস মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ বির্নিমাণে গর্বিত অংশীদার। ডিজিটাল কাস্টমসের এই অগ্রগতিকে আরো সুদৃঢ়করণের পাশাপাশি আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে জনসেবা নিশ্চিত করাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর অন্যতম অঙ্গীকার।

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

Secretary General
WCO
Belgium

Message

Traditionally, every year, the Customs community comes together on 26 January to mark International Customs Day. This day of celebration is a unique opportunity for WCO Members, the WCO Secretariat and global Customs' partners to reflect on a particular theme and to act upon it.

Thus, throughout 2022, under the slogan "Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem", the Customs community will be focusing on how to operate in a fully digital environment and create an operating model that captures and exploits data from across the trade ecosystem.

To build data ecosystems, or consolidate existing ones, the following enabling actions may be considered:

- establishing formal data governance to ensure the relevance, accuracy and timeliness of data;
- making use of the standards developed by the WCO and other institutions regarding data format and data exchange;
- providing appropriate management of data to ensure that the right people have access to the right data, and that data protection regulations are respected; and,
- adopting progressive approaches, such as data analytics, to collect and successfully exploit data to drive decision-making.

On the other hand, Customs administrations are invited to consider leveraging data in their relationships with other actors along the supply chain, as well as making data available to the public and academia as a means of enhancing transparency, stimulating the production of knowledge and enabling dialogue with civil society.

To support Customs administrations, the WCO Secretariat has placed data-related topics on the agendas of several committees and working groups, organized awareness-raising seminars, developed e-learning modules, drafted a Capacity Building Framework for Data Analytics which was adopted by the WCO Council in December 2020, issued practical publications and published articles in the WCO News Magazine.

The Secretariat will continue to investigate ways to collect and share data on Customs administrations with a view to enhancing the way it delivers capacity building, and will continue to undertake data-driven assessments and work with international experts to respond to assistance requests.

More measures will be presented in the WCO Data Strategy that the WCO Secretariat is currently working on. The ambition will be to make data a vernacular language among Customs administrations and between the WCO Secretariat and WCO Members. The road ahead is not an easy one, there will inevitably be challenges along the way, but as we have learned during the COVID-19 pandemic, the Customs community is united, stronger and more resilient in the face of adversity.

(Abbreviated)

Dr. Kunio Mikuriya
WCO Secretary General

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উদ্যোগে 'আন্তর্জাতিক কাস্টমস দিবস ২০২২' পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ কাস্টমসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা ও অংশীজনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য 'Scaling up Customs Digital Transformation by Embracing a Data Culture and Building a Data Ecosystem' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির প